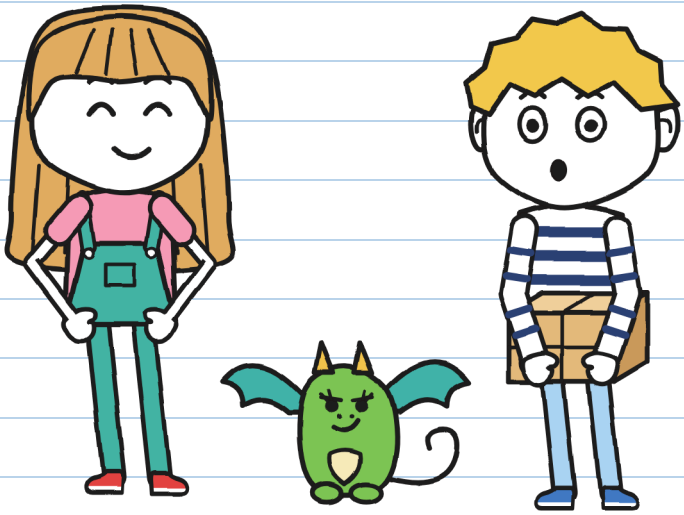
অসম্ভব ডেলিভারি · ১

# এই পার্সেলটা কামড়ায়

Lui Eriksson



(গুনির খাতা)

সাইজ L
উন্নত স্তর · ১১+

# অসম্ভব ডেলিভারি · ১
# এই পার্সেলটা কামড়ায়

লেখা ও ছবি: Lui Eriksson

সাইজ L · উন্নত স্তর · ১১+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

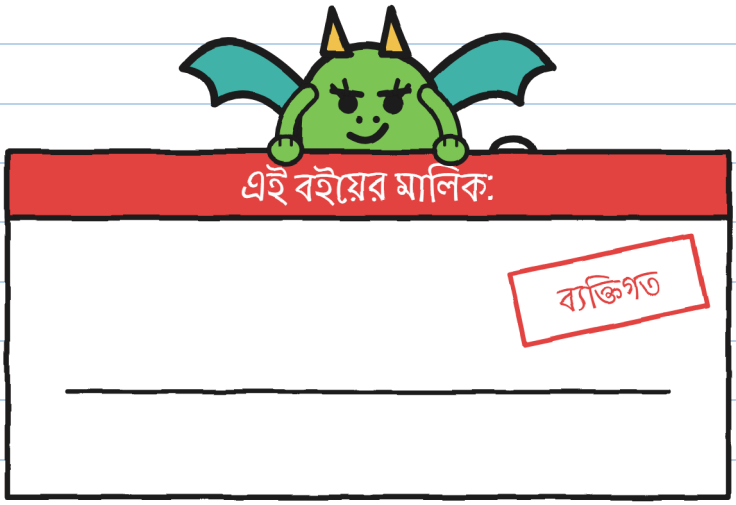
© ২০২৬ Lui Eriksson · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

LinguAula

প্রতিটা অধ্যায় অনুশীলন করো: linguaula.com

*এই বই লেখার সময় কোনো পার্সেল আহত হয়নি। প্রায় কোনোটাই না। -হু.*

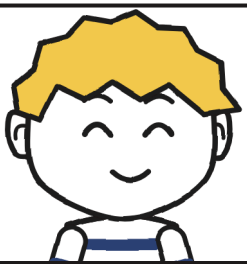



আর অন্য কারও না। -হু.

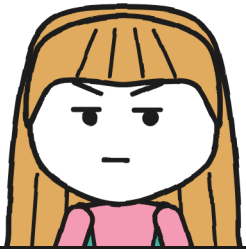
যদি এটা পেয়ে যাও, ভোরের আগে ফিরিয়ে দিয়ো।

টুকরো কামড়ায়, কারণ সে একটা গল্পের ভেতরে থাকে। সত্যিকারের প্রাণীর বেলায় ৭৬ নম্বর পাতা দেখো। -হু.

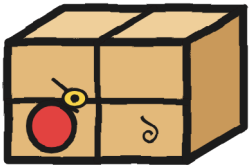
# কে কে



গুনি। পাড়ার নতুন ছেলে। ডেলিভারি-বয়, প্রফেশনাল (মোটামুটি)। এই খাতা ওর।



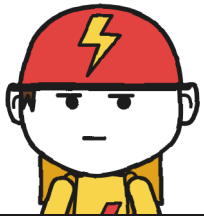
হুলিতা। ও সবুজ কালিতে লেখে, আর সবুজ কালিতে যা লেখে তা মোছে না।



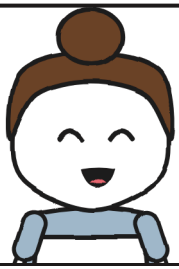

১ নম্বর পার্সেল। গন্তব্য: ড্রাগনদের বাড়ি। নির্দেশ: গরম রাখুন।



মারা। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। ওঁর নিয়ম মাত্র একটা।



তোনিও। বিজলির ডেলিভারি-বয়। ভীষণ তাড়াতাড়ি ভীষণ বোরিং জিনিস পৌঁছে দেয়।



এলিয়া। বেকারির কারিগর। ওঁর বেকারির গ্রিল দিয়ে ওভেনের গরম হাওয়া বেরোয়।

# ডেলিভারির খাতা
# গুনির

ব্যক্তিগত।

*“ব্যক্তিগত ”মানে আগে আমি পড়ব। -হু.*

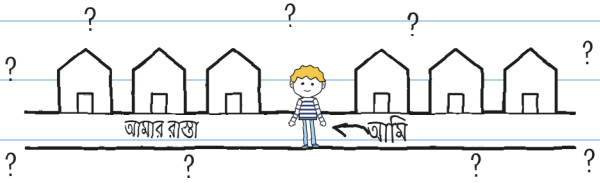



এই খাতাটা এসেছে বাড়ি বদলের ১৪ নম্বর বাক্স থেকে। বাক্সের গায়ে বেশ জোর গলায় লেখা ছিল রান্নাঘর, অথচ ভেতরে একটা চামচও ছিল না: ছিল শুধু এই খাতাটা, জোড়াছাড়া একটা মোজা আর একটা রাবারের ব্যাঙ, যেটা কারও না।

অধ্যায় ১

# যেটা পৌঁছে দেওয়া যায় না

চার দিন হলো এই পাড়ায় এসেছি, আর এখন পর্যন্ত ঠিক একটা রাস্তাই চিনি। পুরোটা অবশ্য।

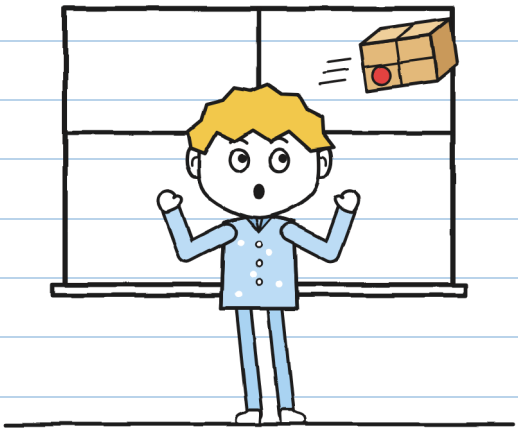



বন্ধু বানানোর আমার প্ল্যান:

১. হ্যালো বলা।
২. ইন্টারেস্টিং কিছু বলা।
৩. ???

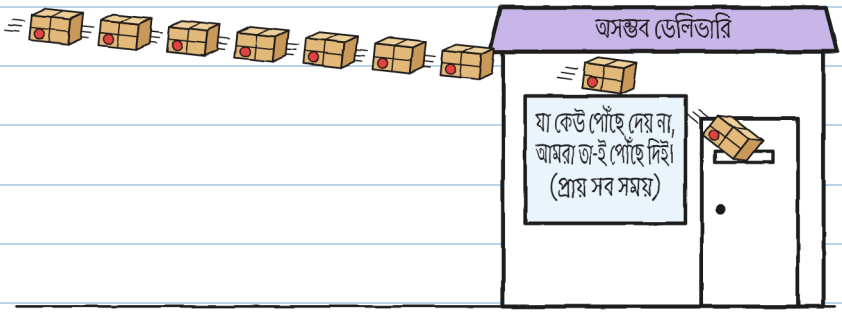
আমি ২ নম্বরে আটকে গেলাম; ৩ নম্বরের কোনো ধারণা নেই।

আজ সকালে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল এমন কিছু, যেটা আমার জানালার সামনে দিয়ে উড়ে গেল। আমার রাস্তায় সাধারণত এমন জিনিস ওড়ে না। অন্তত আমি তা-ই ভাবতাম।



ওটা একটা পার্সেল ছিল।

তারপর আরেকটা গেল, তারপর আরও একটা: নয়টা পার্সেল সারি বেঁধে, হাঁসের মতো, রাস্তা পার হয়ে উল্টোদিকের দোকানের ডাকবাক্স দিয়ে সুড়ৎ করে ঢুকে গেল। (বাকি এগারোটা, যা পরে জেনেছি, আগেই ফিরে এসেছিল, যখন আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম।)

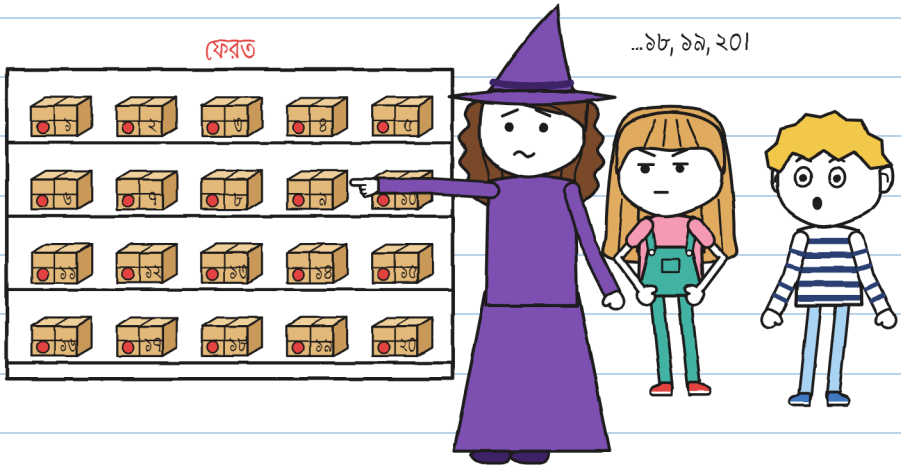


২ নম্বর ধাপ আমার তৈরিই ছিল: "আমি পার্সেল উড়তে দেখেছি।"

*ওটা ইন্টারেস্টিং না। এমন তো হরদম হয়।*

ওই নোটটা লিখেছে হুলিতা, যার সঙ্গে আজ সকালেই উল্টোদিকের দোকানে আমার আলাপ হয়েছে। ও সবুজ কালিতে লেখে, আর সবুজ কালিতে যা লেখে তা মোছে না: আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।

আমি রাতের পোশাকের ওপরেই ডোরাকাটা সোয়েটারটা চাপিয়ে রাস্তা পার হলাম, কাজটা না করার কোনো ভালো কারণ মাথায় আসার আগেই।

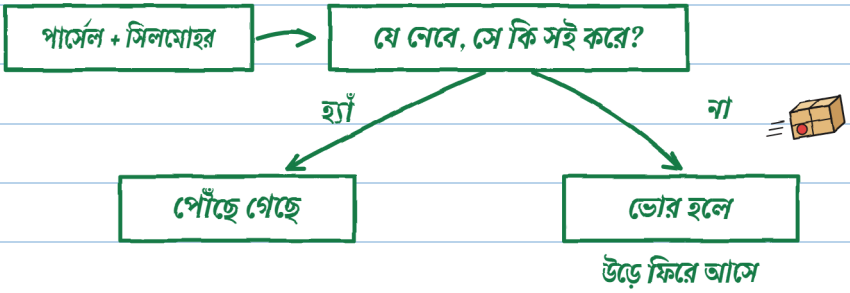



"সবাই ফিরে এসেছে," জাদুকরী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "আবার।"

জাদুকরীর নাম মারা। ওঁর আছে অসম্ভব ডেলিভারির একটা দোকান, আর এমন একটা সিলমোহর, যেটা এত জ্বলজ্বল করে যেন একটা বাল্ব গিলে ফেলেছে।



হুলিতা আমার নিজের খাতাতেই আমাকে বুঝিয়ে দিল, অনুমতি চাওয়ার কষ্টটুকুও না করে:




*এভাবে কোনো পার্সেল হারায় না। পৌঁছায়ও না।*

তাকের পার্সেলগুলো ফেরত আসা: বিশটা, যা কেউ কখনও পৌঁছে দিতে পারেনি, আর, তার ওপর, পাঠান সবসময় একজনই।

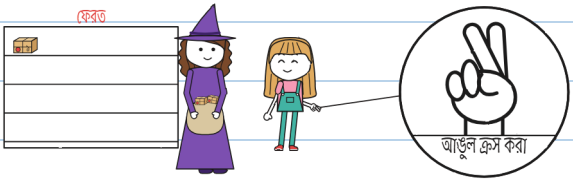
গন্তব্য: ...
**প্রেরক: র.**

"র. কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"এমন একজন, যার হাতের লেখা খুব খারাপ," মারা বললেন, আর কিছুই না।

উনিশটা পার্সেল উনি বস্তায় ভরলেন: সেই রাতে ওঁর পিয়ানো নিয়ে বাতিঘরে যাওয়ার কথা ছিল, যেতে যেতে সবগুলো আরেকবার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টাও করবেন; ভোরে ফিরবেন। শুধু একটা পড়ে রইল।

"ওটা হবে না," মারা সাবধান করলেন। "নিয়ম একটাই: তাকটা ছুঁয়ো না।"

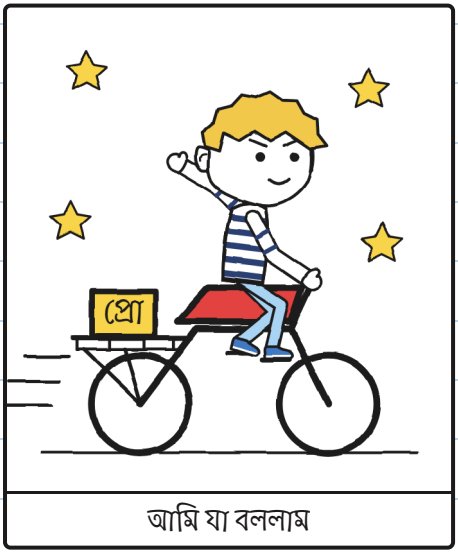
"অবশ্যই," হুলিতা জোর দিয়ে বলল।



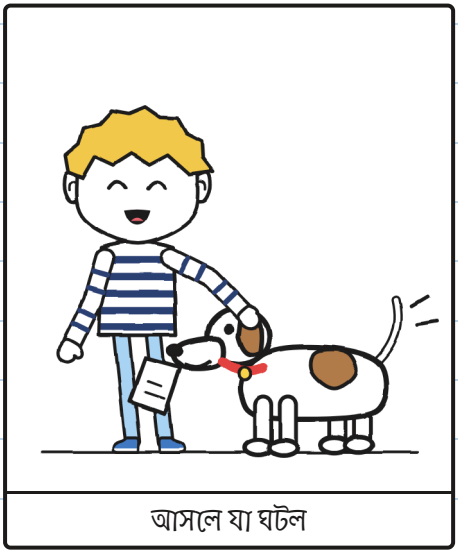
দরজা বন্ধ হওয়ামাত্র হুলিতা আমাকে আপাদমস্তক দেখল, যেমন কেউ পার্সেল নেওয়ার আগে তার মাপ দেখে।
"তুমি আসলেই ডেলিভারি করতে জানো?"

আর আমি সেই উত্তরটাই দিলাম, যেটা বন্ধু বানাতে চাওয়া যে-কেউ দিত:

"হ্যাঁ। আমার পুরোনো পাড়ায় আমি প্রফেশনাল ডেলিভারি-বয় ছিলাম।"

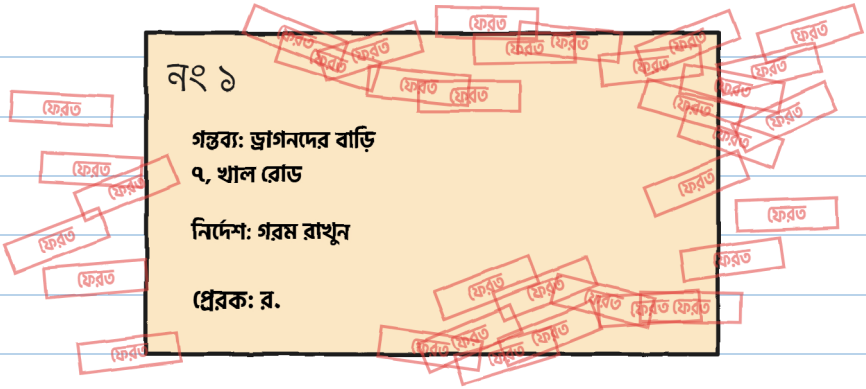


আমি যা বললাম


আসলে যা ঘটল

*যাচ্ছেতাই প্রফেশনাল।*

হুলিতা বের করল একমাত্র যে পার্সেলটা বাকি ছিল: ১ নম্বর, যেটা পৌঁছে দেওয়া যায় না। ওর হাত একটু কাঁপছিল; আমারও, তবে আমি ভালো লুকিয়েছিলাম: ধরিয়ে দিচ্ছিল শুধু সোয়েটারটা, যেটা আমি উল্টো পরে ফেলেছিলাম।

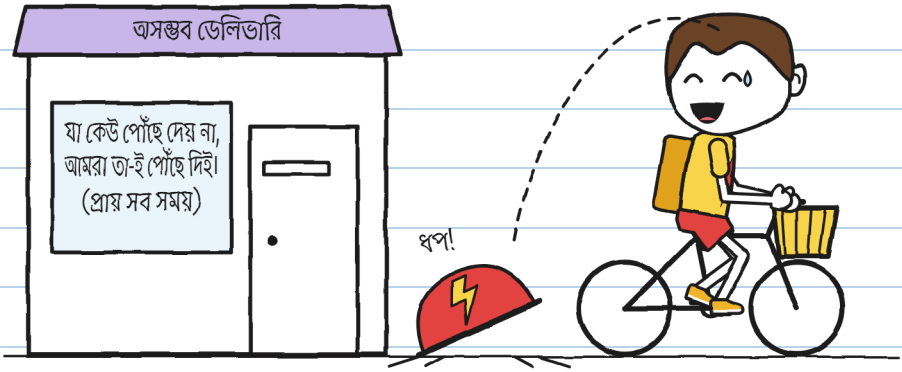



"আমরা যদি এটা ভোরের আগে পৌঁছে দিই," হুলিতা যুক্তি দিয়ে বলল, "মারা অবশেষে দেখবেন যে ফেরত পার্সেলও আমি পৌঁছে দিতে পারি।"

"আর যদি না পারি?"
"না পারলে ওটা নিজেই ফিরে আসবে, আর এখানে কিছুই ঘটেনি।"

আমার কাছে প্ল্যানটা নিখুঁত লাগল, একটাও ফাঁক নেই। তখনও আমি জানতাম না, ভেতরে কী আছে।

সাইকেলের ঘণ্টি বাজল, আর দোকানের কাচের জানালার ওপাশে দেখা দিল হেলমেট-পরা একটা ছেলে, পিঠে হলুদ ব্যাগ, যে চেঁচিয়ে জানাচ্ছিল: বিজলি ডেলিভারি। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে।

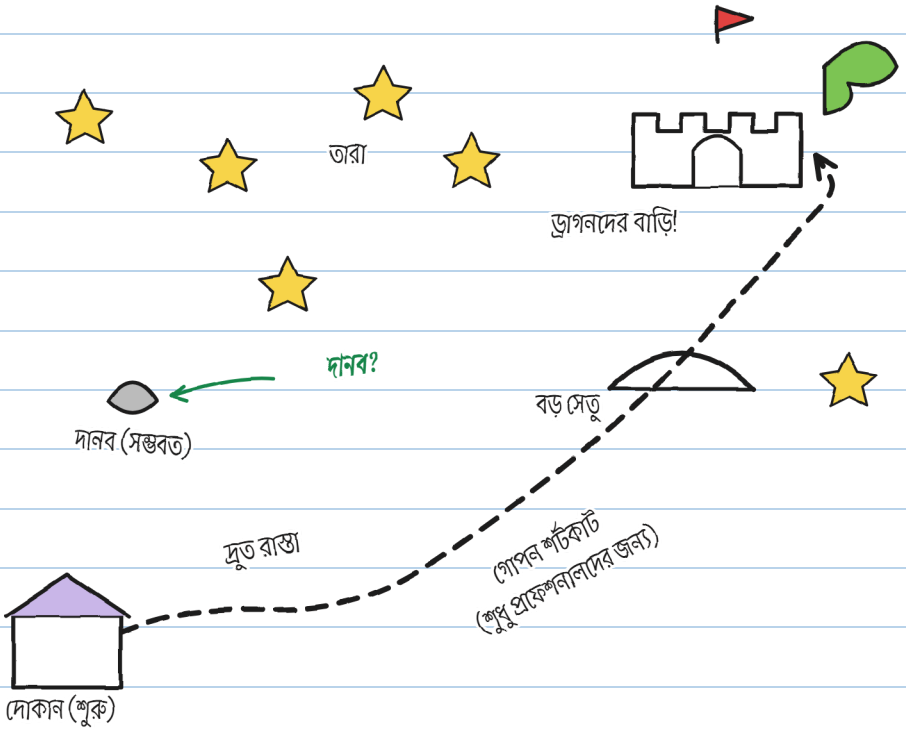



"অসম্ভব ডেলিভারি?" সে ঠাট্টা করল। "তোমরা কিছু পৌঁছে দেবে, এটাই তো অসম্ভব!"

*তোনিও। ভীষণ তাড়াতাড়ি ভীষণ বোরিং জিনিস পৌঁছে দেয়।*

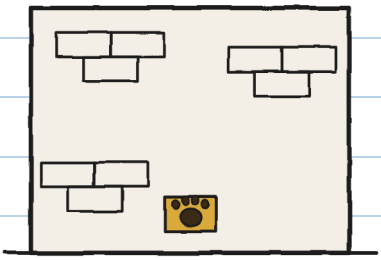
"তাহলে আজ আমরা এটাই পৌঁছে দেব," হুলিতা জবাব দিল, বেশ মর্যাদার সঙ্গে। তোনিও "ড্রাগনদের বাড়ি" পড়ে এত প্রাণ খুলে হাসল যে ওর হেলমেটটা খুলে পড়ে গেল।

আমি ডেলিভারির একটা ম্যাপ আঁকলাম, কারণ প্রফেশনাল ডেলিভারি-বয়রা ম্যাপ আঁকে, আর আজ সকাল থেকে আমিও তো তাদেরই একজন।




*তারাগুলো রাস্তার ওপর নেই।*



৭, খাল রোড

৭, খাল রোড কোনো বাড়ি ছিল না। ছিল একটা দেয়াল।

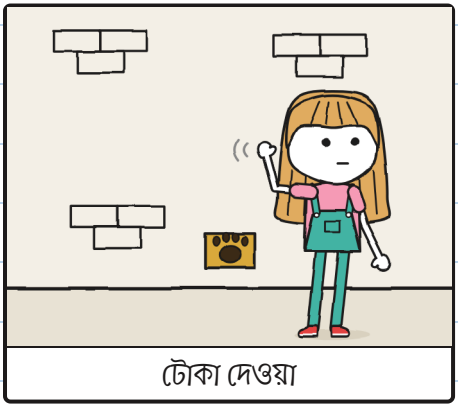
মসৃণ একটা দেয়াল, দরজা নেই, জানালা নেই, এমন দেয়াল যেখানে মাছিও পিছলে পড়ত। যা ছিল, তা হলো একদম নিচে, প্রায় মাটি ছুঁয়ে, পিতলের একটা ফলক, তাতে অদ্ভুত আকারের একটা ফোকর: ঠিক খুব ছোট কিছুর উচ্চতায়।

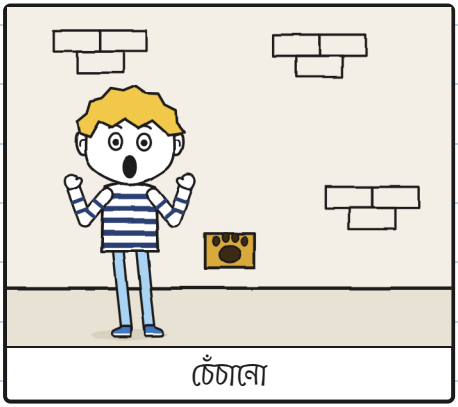


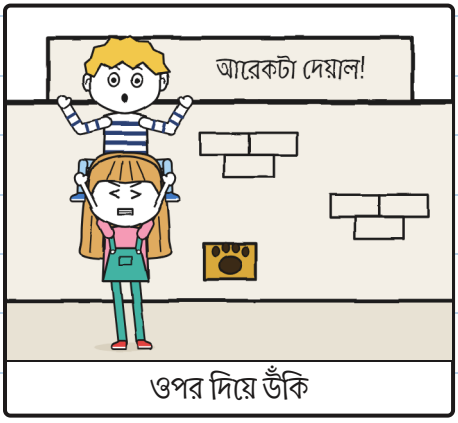
পিতলের ফলক

"হয়তো এটা ডাকবাক্স," আমি বললাম। পার্সেলটা কাত করেও ঢুকল না।

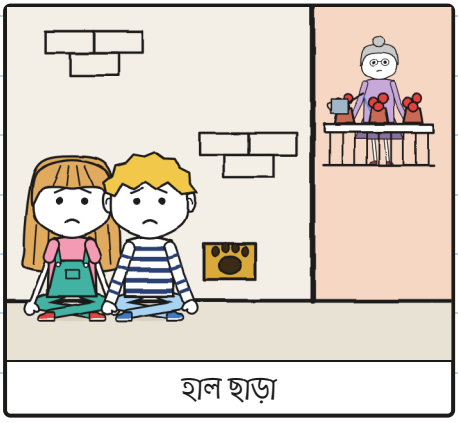
দেয়ালের সঙ্গে যা যা করা যায়, সব করে দেখলাম:


টোকা দেওয়া


চেঁচানো



ওপর দিয়ে উঁকি


হাল ছাড়া

পাশের বাড়ির বারান্দা থেকে, জেরানিয়াম গাছে জল দিতে দিতে, এক মহিলা আমাদের লক্ষ করছিলেন, যেন এই দৃশ্য তিনি হাজারবার দেখেছেন।

"ওই পার্সেলটা বছরের পর বছর ধরে আসছে," তিনি মন্তব্য করলেন। "যেমন আসে, তেমনই ফিরে যায়।"

এমন ঠান্ডা পড়েছিল, যা হাতার ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে, আর ইুলিতা আবার লেবেলটা পড়ল।
"'গরম রাখুন',” সে বলল। "আর এটা বছরের পর বছর বরফ-ঠান্ডা একটা তাকে পড়ে আছে।”

আমি তো নতুন, আর আমরা নতুনরা এখনও নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি: কিছুতে "গরম রাখুন" লেখা থাকলে আমি সেটা গরম রাখি।

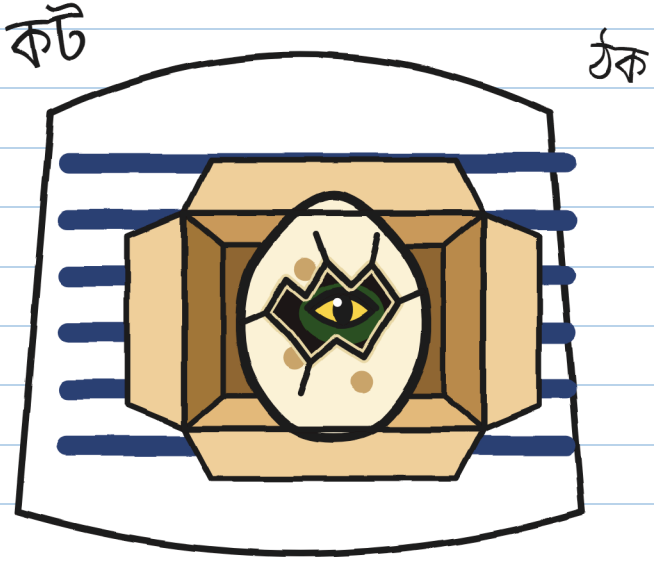
আমি পার্সেলটা সোয়েটারের নিচে ঢুকিয়ে নিলাম, আমরা আবার বড় সেতু পার হলাম, আর আমি বসলাম এলিয়ার বেকারির গ্রিলের ওপর, যেখান দিয়ে ওভেনের গরম হাওয়া বেরোয়।




*তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা পোয়াতি ডাকবাক্স।*

আমরা অনেকক্ষণ এভাবে বসে রইলাম, পাউরুটির এমন গন্ধের মধ্যে, যা যে-কারও পেটে ডাক তুলে দেয়, আর আমি ঘামতে শুরু করেছিলাম। তখন পেটে কিছু একটা আলতো ধাক্কা দিল: ঠক।

"ওটা কি তোমার পেট ছিল?" হুলিতা ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল।
"আমার পেট ঠক করে না।"




আর পার্সেলটা আমার দিকে তাকাল।

# একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এ পাতা একই, ছবিও একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
হাঁচ্চো, ড্রাগন ছোট্ট আগুনের শিখা হাঁচে!

সাইজ XS · A1
আমি সাধারণ হাঁচি দিলাম। ও ছোট্ট আগুনের শিখা হাঁচল। শিখায় লেবেলের কোণ পুড়ল।

সাইজ S · A2
আমি হাঁচি দিলাম, সাধারণ হাঁচি। ও হাঁচি দিতেই ছোট্ট একটা আগুনের শিখা বেরোল। শিখাটা লেবেলের একটা কোণ পুড়িয়ে দিল। তারপর ছানাটা সেই কোণটা খেয়ে ফেলল।

সাইজ M · B1
আমি সাধারণ হাঁচি দিলাম, কিন্তু ও হাঁচি দিতেই ছোট্ট একটা আগুনের শিখা বেরিয়ে লেবেলের কোণটা পুড়িয়ে দিল। তারপর ও পোড়া কোণটা খেয়ে ফেলল।

সাইজ L · B2
আমি সাধারণ হাঁচি দিলাম; আর ও হাঁচি দিতেই ছোট্ট একটা আগুনের শিখা বেরিয়ে লেবেলের কোণটা ঝলসে দিল, আর তারপর, দিব্যি নির্বিকার ভঙ্গিতে, ও সেই ঝলসানো কোণটা খেয়ে ফেলল।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

*যে যার সাইজে। গল্পটা একই। –হু.*

প্রতিটা অধ্যায় অনুশীলন করো: linguaula.com